সম্প্রসারণ বার্তা

AIS কৃষি তথ্য সার্ভিস

খুলনায় কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মতবিনিময়... ২

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তায় ছাদে বাগান বিষয়ক... ৩

আলুর মড়ক রোগ প্রতিরোধী জাত বারি-৪৬ এর ওপর মাঠ দিবস... ৪

বারহাট্টায় স্বল্প দশাল আইপিএম কৃষক মাঠ স্কুলের উদ্যোগে মাঠ দিবস... ৫

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৮তম বর্ষ ■ ১২শ সংখ্যা ■ চৈত্র-১৪২২ ■ পৃষ্ঠা ৮

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য খরিফ মৌসুমের প্রণোদনা কর্মসূচি ঘোষণা

কৃষি মন্ত্রণালয় দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের খরিফ ২০১৬-১৭ মৌসুমে উফশী ও নেরিকা আউশ আবাদ বৃদ্ধির প্রণোদনা (বিনামূল্যে বীজ, রাসায়নিক সার এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান) ও কুমড়াজাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বৈঞ্চা চাষের জন্য প্রণোদনা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গত ২৭ মার্চ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি এ প্রণোদনা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের খরিফ ২০১৬-১৭ মৌসুমে উফশী ও নেরিকা আবাদ বৃদ্ধির প্রণোদনা কর্মসূচি ঘোষণা করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী,এমপি

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল ও বরেন্দ্র এলাকার জেলাসমূহ যেখানে সেচের ব্যবস্থা নেই এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আউশনির্ভর জেলাসমূহে আউশের বিভিন্ন জাত জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে এ প্রণোদনা কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে। গৃহীত প্রণোদনা কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, আউশ আবাদে কৃষকদের উৎসাহিতকরণ, আবাদের এলাকা বৃদ্ধিকরণ, উফশী জাতের সম্প্রসারণ, ফসলসমূহের হেক্টরপ্রতি ফলন বৃদ্ধি, সার্বিকভাবে ধান ফসলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, প্রণোদনা মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থ ৩৩ কোটি ৬২ হাজার ২৩৫ টাকা, যা ২ লাখ ৩১ হাজার ৩৬৩ বিঘা জমির জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও রাসায়নিক সার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে। এ প্রণোদনার সুবিধা পাবেন ২ লাখ ৩৩ হাজার ৩৬৩ জন কৃষক। প্রণোদনার জন্য বিঘাপ্রতি কৃষি উপকরণ সহায়তার পরিমাণ প্রতি কৃষক ১ বিঘা জমির জন্য ৫ কেজি করে উফশী

(২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার কৃষক ক্লাবে আইসিটি মালামাল বিতরণ

- কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার শিবপুর কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে আইসিটি মালামাল বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. শাহরিয়ার আলম,এমপি

রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার শিবপুর কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ–২ (ইনফো-সরকার) প্রকল্প থেকে ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণের জন্য গত ১৭ মার্চ আইসিটি সামগ্রী সরবরাহ করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের সহযোগিতায় এবং শিবপুর কৃষি

(২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

গাইবান্ধার সাঘাটায় ডেপুটি স্পিকার কর্তৃক এআইসিসিতে আইসিটি মালামাল হস্তান্তর

- মো.এমদাদুল হক, কৃতসা, রংপুর

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার থৈকরেরপাড়া আইসিএম ক্লাবের সদস্যদের মাঝে আইসিটি মালামাল বিতরণ করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার আলহাজ অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া,এমপি

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার থৈকরেরপাড়া আইসিএম ক্লাবকে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) হিসেবে পরিচালনার জন্য ৪ মার্চ ২০১৬ আইসিটি উপকরণ হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার আলহাজ অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি। তিনি বলেন, কৃষির উন্নয়নের সাথে

(২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আউশ ধানের বীজ, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি ডিএপি এবং ১০ কেজি এমওপি সার, সেচ বাবদ ৪০০ টাকা পাবেন। এ ছাড়া ১ বিঘা জমির জন্য প্রতি কৃষক পাবেন ১০ কেজি নেরিকা আউশ ধানের বীজ, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি ডিএপি এবং ১০ কেজি এমওপি সার আর সেচ বাবদ ৪০০ টাকা এবং আগাছা দমন বাবদ ৪০০ টাকা পাবেন।

এই প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ৭০৫৭৮.৪৬ মেট্রিক টন উফশী আউশ উৎপাদন হবে এবং ১০০৩৩.৫০ মেট্রিক টন নেরিকা আউশ উৎপাদন হবে বলে ধারণা করা যায়।

মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কুমড়াজাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনের সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ২,৮৮৫ জন চাষিকে ৮৯ লাখ ৪৩ হাজার ৯৩৩ টাকা ব্যয়ে বিপুল পরিমাণ পট ও লিওর প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের ৬৪ জেলায় কুমড়া উৎপাদনকারী উপজেলাসমূহের ২,৮৮৫টি প্লটের প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হবে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ২০১৬-১৭ মৌসুমে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ধৈঞ্চা চাষের জন্য ৫০০০ চাষিকে ১ কোটি ৭ লাখ ৭৫০ টাকা ব্যয়ে ধৈঞ্চা ফসলের বীজ প্রদান করা হবে। এছাড়া মোট ৫০০০টি ধৈঞ্চা চাষের প্রদর্শনী প্লট প্রদর্শন বাস্তবায়ন করা হবে।

খরিফ-১/২০১৬-১৭ মৌসুমে উফশী আউশ, নেরিকা আউশ এবং ধৈঞ্চা ও কুমড়া জাতীয় সবজি চাষ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি সর্বমোট (২৭২১.৬২১৫৭+৫৭৯.০০+১৯৬.৪৪৬৮৩) = ৩৪৯৭.০৬৮৪ লাখ টাকা প্রণোদনা মঞ্জুরি প্রদান করা হলো।

প্রস্তাবিত ও প্রণোদনা কর্মসূচিতে মঞ্জুরিকৃত অর্থ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ হতে সংকুলান করা হবে এবং এর জন্য কোনো অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না। – বিজ্ঞপ্তি

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক রাজশাহীর চারঘাট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের আয়োজনে ক্লাব চত্বরে মালামাল সরবরাহ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. শাহরিয়ার আলম, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব পালন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো. আব্দুস সামাদ।

প্রধান অতিথি বলেন, কৃষি হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলচালিকা শক্তি। তাই বর্তমান সরকার কৃষির ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়ে আসছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার নিদর্শন হিসেবে কৃষক ক্লাবের মাধ্যমে ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কাজেই এসব ইকুইপমেন্ট যথাযথ ব্যবহার করে কৃষিকে এগিয়ে নিতে পারলে তবেই এর সফলতা আসবে। তিনি কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিশেষে তিনি ক্লাবের সদস্যদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেন। ইনফো সরকার প্রকল্পের সহায়তায় উল্লেখ্য, কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে এ ধরনের ২৫৪টি এআইসিসি কেন্দ্র দেশব্যাপী স্থাপিত হয়েছে। প্রধান অতিথি ক্লাবের সভাপতি এবং সদস্যদের কাছে ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ল্যাপটপ, সাউন্ড সিস্টেম, বড় পর্দাসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্পাইরাল মেশিন, লেমিনেটিং মেশিন, কালার প্রিন্টার, স্ক্যানার, স্মার্টফোন এবং জেনারেটর হস্তান্তর করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি বিভাগ এবং অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এলাকার কৃষক-কৃষাণী, সাংবাদিক, ক্লাবের সদস্যসহ প্রায় ৭০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

গাইবান্ধার সাঘাটায় ডেপুটি স্পিকার কর্তৃক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেশের উন্নয়ন নির্ভরশীল। দেশের মানুষ প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, জমির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদনে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমান সরকার গ্রাম পর্যায়ে এআইসিসি স্থাপন করে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এআইসিসি স্থাপনের ফলে কৃষকদের আর ঘন ঘন কৃষি অফিসে যেতে হবে না, অফিস তার বাড়ির দোরগোড়ায় পৌছে গেছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শেখ হাসিনার সরকার খাদ্য রপ্তানিসহ বিদেশে সাহায্যের জন্য ত্রাণ হিসেবে খাদ্য পাঠাচ্ছে। তিনি এআইসিসি মালামাল সঠিকভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং এআইসিসি সুবিধা এলাকার সবার কাছে পৌছে দেয়ার আহ্বান জানান।

খুলনায় কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

-এম এম আব্দুর রাজ্জাক,কৃতসা, খুলনা

কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সাথে খুলনা বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনসহ কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এক মতবিনিময় সভা গত ১৩ মার্চ খুলনা সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. আব্দুস সামাদ এতে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. মকবুল হোসেন এমপি বলেন, লবণাক্ততা ও উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণু প্রজাতির শস্য উদ্ভাবন করে চাষ বাড়াতে স্থানীয় কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে কৃষি বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে। মাটির প্রকৃতি ও পরিবেশ অনুযায়ী যে এলাকায় যে ফসল চাষ করলে প্রকৃতির বিরূপ প্রভাব পড়বে না সেই এলাকায় সে প্রজাতির ফসল চাষ করতে তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান ।

এর আগে ১২ মার্চ কমিটি যশোরের ঝিকরগাছায় গদখালীতে ফুল চাষ, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ এবং সাতক্ষীরার মুন্সিগঞ্জসহ আইলা দুর্গত এলাকায় কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

কমিটি মতবিনিময় সভায় এ অঞ্চলের কৃষি সমস্যার সমাধানে কী কী করণীয় সে বিষয়ে জানতে চাইলে কৃষি বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাগণ জানান, লবণাক্ততা সমস্যার জন্য উপজেলা পর্যায়ে সব সরকারি পুকুর ও লেকে মিষ্টি পানি ধরে রেখে তা সেচ কার্যে ব্যবহার করলে সেচের পানির সমস্যার সমাধান সম্ভব। সময়ভিত্তিক চাষাবাদ ও বাই প্রোডাক্ট তৈরি করে মৌসুমি ফল ও সবজি সংরক্ষণ করে তা ২-৩ মাস ব্যবহার করে লাভবান হতে পারে । এ ছাড়া ঝিকরগাছার গদখালীতে ফুল গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় ফুল চাষের দিগন্ত আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে কমিটির নিকট প্রস্তাব করেন। নদ-নদীর পানি লবণাক্ততা কমানোর জন্য কপোতাক্ষের উজানে মাথাভাঙ্গা নদী খননের ব্যবস্থা করলে তা সেচকাজে ব্যবহার উপযোগী হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

মতবিনিময় সভার স্বাগত বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল লতিফ বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে খুলনা জেলায় গত ১০-১১ অর্থবছরে ৯৬ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি থেকে বর্তমানে ২০১৬ সালে ১৬ লাখ টন খাদ্য উদ্বৃত্তে পরিণত হয়েছে। এ অঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে তিল, সূর্যমুখীসহ তরমুজ, সফেদা চাষের সম্ভাবনার দিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে ভিয়েতনামী নারকেল চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি সরকারের প্রযুক্তি নির্ভর যুগোপযোগী কৃষিনীতির কারণে এসব উন্নতি সম্ভব হচ্ছে বলে জানান । মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মান্নান এমপি, মো. মামুনুর রশিদ কিরণ এমপি, নজরুল ইসলাম বাবু এমপি, একেএম রেজাউল করিম তানসেন এমপি ও মো. নুরুল ইসলাম ওমর এমপি। অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন খুলনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য এস এম মোস্তফা রশিদি সুজা এমপি, সাবেক সংসদ সদস্য (পিরোজপুর) অধ্যক্ষ মো. শাহ আলম ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. হেমায়েত উদ্দিন প্রমুখ ।

খুলনা সার্কিট হাউসে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সাথে খুলনা বিভাগের কৃষি কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. মকবুল হোসেন,এমপি

কৃষকদের মধ্যে নব উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে

– জনাব মো. মকবুল হোসেন

-এ.টি. এম ফজলুল করিম, কৃতসা, পাবনা

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ভাঙ্গুড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মো. মকবুল হোসেন এমপি। তিনি বলেন, কৃষকের যে সম্পদ আছে তার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে হবে। বসতবাড়িতে স্বল্প সময়ে পাওয়া যায় এমন ফলগাছ লাগিয়ে তাকে লাভবান হতে সহায়তা করতে হবে। ফসলের নব নব জাতের সম্প্রসারণ এবং টেকসই প্রযুক্তি কৃষককে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তাকে সামাজিকভাবে মর্যাদার আসনে নিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কৃষি কর্মকর্তাদের কাজ করতে হবে। এজন্য প্রত্যেকটি উপজেলা পরিষদের পাশে দর্শনীয় স্থানে কৃষকের ১ বিঘা জমিতে এবং প্রত্যেকটি অগভীর এবং গভীর নলকূপের কমান্ড এরিয়ার মধ্যে ১ বিঘা জমিতে নতুন জাতের প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রযুক্তি এবং জাত সম্প্রসারণে কৃষককে সম্পৃক্ত করলে উৎপাদনে আশাতীত সফলতা আসবে। তিনি আরও বলেন, বিষমুক্ত ফল ও সবজি উৎপাদনে চাষিভাইদের অনুপ্রাণিত করতে হবে।

বগুড়া অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিঃপরিচালক কৃষিবিদ মো. হযরত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ এসএম আবুজার, বিএডিসির যুগ্ম পরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল হালিম, পাবনাস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিভূতি ভূষণ সরকার, পাবনা কৃষি গবেষণা কেন্দ্র সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শফিকুল ইসলাম, টেবুনিয়া হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আজাহার আলী প্রমুখ।

পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'চাটমোহর,ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. মকবুল হোসেন,এমপি

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তায় ছাদে বাগান বিষয়ক মতবিনিময় সভা

- আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে ৪ মার্চ ২০১৬ পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তায় ছাদে বাগান স্থাপন বিষয়ে এফএও এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. বছির উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব মাইক রবসন। মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম মহানগরীর আবাসিক বাড়ির ছাদে বাগানের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আমিনুল হক চৌধুরী। ছাদে বাগান স্থাপনের সম্ভাবনা, সমস্যা ও সুপারিশ প্রদানে অংশগ্রহণ করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও মেট্রোপলিটন কৃষি কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষকবৃন্দ। ছাদে বাগান এবং নগরীর স্কুলসমূহে বাগান স্থাপন বিষয়ে প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

'পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তায় ছাদে বাগান স্থাপন' বিষয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব মাইক রবসন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাইক রবসন বলেন, পারিবারিক পুষ্টি চাহিদার নিরিখে ছাদে বাগান বিশেষ করে সবজি ও ফল বাগান গুরুত্বপূর্ণ। মতবিনিময় সভায় উঠে আসা বক্তব্য ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে এফএও এবং ডিএই যৌথভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ভবনের ছাদে বাগান স্থাপনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আবাসিক ও অফিস ভবনের খোলা ছাদে বাগান স্থাপন করার বিষয়ে সবাইকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান হয়। সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. বছির উদ্দিন আশা প্রকাশ করেন যে, নিরাপদ সবজি উৎপাদনে চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন কৃষি কার্যালয়সমূহ যেরূপ প্রশংসিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে অনুরূপভাবে ছাদে বাগান স্থাপনেও তারা সফল হওয়ার মাধ্যমে চট্টগ্রাম নগরীকে সবুজ নগরীতে রূপান্তর করতে সক্ষম হবে।

চট্টগ্রাম জেলায় সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার বেড়েছে

- আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম জেলায় ক্ষতিকর পোকা দমনের জৈব প্রযুক্তি সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। জেলার সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, মীরসরাই, বাঁশখালী, পটিয়া, রাউজান, হাটহাজারী, সীতাকুণ্ডসহ নগরের হালিশহর ও পতেঙ্গার বিস্তৃত এলাকায় বিভিন্ন সবজি যেমন বেগুন, টমেটো, শিম, বাঁধাকপি, ফুলকপি ফসলের মাঠে সেক্স ফেরোমেন ফাঁদের ব্যবহার এখন একটি সফল সম্প্রসারিত কৃষি প্রযুক্তির উদাহরণ। জৈব পদ্ধতিতে পোকা দমন করে উৎপাদিত এসব ফসলে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার না হওয়ায় ভোক্তাদের নিকটও এ এলাকার সবজির আলাদা কদর তৈরি হয়েছে। সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে উৎপাদিত এসব নিরাপদ সবজি বাজারজাত করে কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভের মুখ দেখছেন। মৌসুম শুরুর পূর্বেই বিগত সেপ্টেম্বর মাসে সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের ফলেই এ সফলতা এসেছে বলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তারা মনে করেন।

এ জেলায় সবজি আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্ববর্তী বছরে

(৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

সবজি ফসলে সেক্স ফেরোমন ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করছেন কৃষি কর্মকর্তারা

চট্টগ্রাম জেলায় সেক্স ফেরোমন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

যেখানে রবি মৌসুমে মোট আবাদকৃত সবজি ফসলের জমির পরিমাণ ছিল ১৮,০০০ হেক্টর, সেখানে এ বছর তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২২,৮৫০ হেক্টর। সম্প্রতি সমাপ্ত জাতীয় সবজি মেলা ২০১৬ তে সবজি উৎপাদনে চট্টগ্রাম জেলা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আমিনুল হক চৌধুরী জানান, বিগত রবি মৌসুমের তুলনায় এ বছর প্রায় পাঁচ গুণের বেশি ফেরোমন ফাঁদ সবজি ফসলে ব্যবহৃত হয়েছে। মৌসুম শুরুর পূর্বে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে এলাকাভেদে ফসলের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বোরো মৌসুমের সেচনির্ভর ধান আবাদের পরিবর্তে হালকা সেচনির্ভর সবজির আবাদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। জৈব পদ্ধতিতে পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার সম্প্রসারণের জন্য এ মৌসুমে জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্লক আকারে প্রদর্শনী স্থাপন করা হয় যা স্থানীয় কৃষকদের সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারে উৎসাহিত করেছে। জেলায় এ বছর রবি মৌসুমে আনুমানিক পঁচিশ হাজার সেক্স ফেরোমেন ফাঁদ স্থাপন করা হয়েছে যার পরিমাণ ভবিষ্য(১ম পৃষ্ঠার পর)তে আরও বৃদ্ধি করার জন্য ইতোমধ্যেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

ঝিনাইদহের কালিগঞ্জে কৃষি ও প্রযুক্তি মেলা ২০১৬ অনুষ্ঠিত

-এস এম আহসান হাবিব, কৃতসা, খুলনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ এর উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বরে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় তিন দিনব্যাপী কৃষি ও প্রযুক্তি মেলা ২০১৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মেলা প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ ঝিনাইদহ কৃষিবিদ শাহ মো. আকরামুল হক; বিশেষ অতিথি ছিলেন মো. জাহাঙ্গীর সিদ্দিক, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, কালিগঞ্জ। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনোয়ার হোসেন মোল্লা। কৃষি মেলায় ১০টি স্টল স্থাপন করা হয়। মেলা উদ্বোধনের আগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। কৃষি মেলায় স্থাপিত স্টল পরিদর্শন করে অতিথিবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেন। মেলায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. মোশাররফ হোসেন। প্রধান অতিথি শাহ মো. আকরামুল হক বলেন, কৃষির প্রযুক্তি বিস্তার ও কৃষি উন্নয়নে কৃষি মেলার গুরুত্ব অনেক। কৃষি মেলা থেকে প্রযুক্তি গ্রহণ করে মাঠে বাস্তবায়নের জন্য তিনি আহ্বান জানান। কৃষি মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বানুড়িয়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের আইসিটি মালামাল আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

বিশেষ অতিথি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বলেন, কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে কালিগঞ্জ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম অত্যন্ত সন্তোষজনক। সরকারের কৃষি কার্যক্রমকে কৃষি মেলার মাধ্যমে আরও প্রসারিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সাতক্ষীরায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

-মো. আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদের সব ক্ষেত্রে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির প্রয়োগ, ফলাফল পর্যালোচনা ও প্রসারের লক্ষ্যে গত ৩ মার্চ বিকাল ৪টায় সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কুশখালী ইউনিয়নের ভাদড়া গ্রামে গম ফসল কাটার যন্ত্র রিপার ব্যবহারের ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. আমজাদ হোসেন এ মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিমিট যশোর হাবের এগ্রিকালচার ডে ভলমেন্ট অফিসার মো. আশরাফুল আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি বলেন, কৃষি শ্রমিকের স্বল্পতা ও মজুরি বাড়ার কারণে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের দিকে কৃষকদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের একার পক্ষে কেনা সম্ভব না হলে এক একটি গ্রুপ তৈরি করে কিনলে তা সবার জন্য উপকার বয়ে আনবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সিমিট যশোরের কর্মকর্তা আবু রাসেলের পরিচালনায় মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের সাতক্ষীরা এরিয়া ম্যানেজার মো. আব্দুস শহীদ ও কুশখালী ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি অফিসার আফিফা খাতুন। কৃষিজ উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে রিপার ব্যবহার করে ধান ও গম কাটতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে ইউএসএআইডি-এর অর্থায়নে আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট) এবং আইডি ও জাগরনী চক্র ফাউন্ডেশন যৌথ বাস্তবায়নাধীন সিসা-এমআই প্রকল্প এ মাঠ দিবসের আয়োজন করে। মাঠ দিবসে গম ও ধান কাটার যন্ত্র রিপার ব্যবহার করে চাষাবাদের খরচ সাশ্রয় এবং কারিগরি দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাঠ দিবসে শতাধিক কৃষক-কৃষাণীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ওপর আয়োজিত মাঠ দিবসে রিপারের সাহায্যে গম কাটার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছেন স্থানীয় কৃষক ও কৃষি কর্মকর্তারা

আলুর মড়ক রোগ প্রতিরোধী জাত বারি-৪৬ এর ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

- মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রংপুর

আলুর মড়ক রোগ প্রতিরোধী জাত সম্প্রসারণ ও কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের ওপর গত ১০ মার্চ ২০১৬ রংপুর সদর উপজেলার চন্দপাট ইউনিয়নের বৈকণ্ঠপুর গ্রামে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মাজহারুল আনোয়ারের সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক স.ম. আশরাফ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্রের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. মনোয়ার হোসেন, রংপুর মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার ড.মো.সাইখুল আরিফিন ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার মো. আবু সায়েম।

আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদর্শনী কৃষক বাবলু মিয়া আলুর মোড়ক রোগ প্রতিরোধী জাত বারি আলু-৪৬ জাতের বিশেষ গুণাবলির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তিনি প্রায় এক যুগ ধরে আলু চাষ করেন এবং আলু চাষের সময় শীত-কুয়াশা বৈরী আবহাওয়া এলেই ব্যাপকভাবে আলুর মড়ক রোগ দেখা দেয়। আর এ রোগ দমন করতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বালাইনাশক কিনে আলুর জমিতে স্প্রে করতে হয় এতে করে অনেক টাকা খরচ হয়। তিনি বলেন, বারি আলু-৪৬ জাত মড়ক রোগ প্রতিরোধী হওয়ায় কোনো বালাইনাশক ব্যবহার করতে হয়নি ফলে বিঘাপ্রতি উৎপাদন খরচ প্রায় দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা কম হয়েছে।

(৫ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

মাঠ দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক স.ম. আশরাফ আলী

আলুর মড়ক রোগ প্রতিরোধী জাত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, শুধু খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেই চলবে না রপ্তানিমুখী হতে হবে। কয়েক বছর থেকে বাংলাদেশ আলু রপ্তানি করছে। গত মাসে ভিয়েতনামে চিনি রপ্তানি শুরু হয়েছে। সঠিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আলু অনেক দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য। আমাদের দেশে খাদ্য তালিকায় এটি তৃতীয় স্থানে। আমাদের আলুর ব্যবহার বাড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, পরিবেশ নির্মল রেখে ফসল আবাদে বালাইনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। এজন্য পরিবেশবান্ধব নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য তিনি বালাই প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন ও আবাদের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আলুর মড়ক রোগ রোধে উদ্ভাবিত বারি আলু-৪৬ ও বারি আলু-৫৩ নামে দুটি জাত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের কাজ করছে। এ দুটি জাতে কোনো পচন বা মড়ক রোগ হয় না এবং ফলনও বেশ ভালো। আলোচনা অনুষ্ঠানের আগে উপস্থিত সবাই সরেজমিন প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করেন। প্রদর্শনী প্লটে মড়ক রোগ প্রতিরোধী বারি আলু-৪৬ জাতের হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫ মে. টন পাওয়া যায়। মাঠ দিবসে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, গণমাধ্যম কর্মীসহ শতাধিক কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এক দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

-মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চলের আয়োজনে, সম্প্রতি পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লার সভাকক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ডিএই'র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এক দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে আধুনিক কৃষি কার্যক্রম আরও অধিক হারে বৃদ্ধি এবং কৃষক যেন তা গ্রহণ করে কৃষিতে সমৃদ্ধ হয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে পারে সেটিই হলো এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. মোবারক আলী, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা এবং মহাসচিব, কেআইবি তিনি বলেন, আমাদের পেশার মান অধিকতর উন্নত হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষিতেও দেশ আজ সমৃদ্ধ হয়েছে। এ ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য মাঠ পর্যায়ে আমাদের সবাইকে মনেপ্রাণে কাজ করতে হবে। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষিবিদ যুগল পদ দে। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ মো. আব্দুল আজিজ, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) খামারবাড়ি, ঢাকা। কৃষিবিদ মো. আসাদুল্লাহ্, উপপরিচালক, ডিএই কুমিল্লা জেলা, কৃষিবিদ আলী আহাম্মদ, উপপরিচালক, ডিএই চাঁদপুর জেলা, কৃষিবিদ ড. রফিকুল আলম খান, প্রকল্প পরিচালক, পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প, ডিএই, ঢাকা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মো. ছাইফুল আলম, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, ডিএই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কৃষিবিদ নয়ন মনি সূত্রধর, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা।

বারহাট্টায় স্বল্প দশাল আইপিএম কৃষক মাঠ স্কুলের উদ্যোগে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার স্বল্প দশাল গ্রামে স্থাপিত আইপিএম কৃষক মাঠ স্কুলের উদ্যোগে রবি ২০১৫-২০১৬ মৌসুমে বেগুন ফসলের ওপর ০৮ মার্চ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। 'আইপিএম কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প' এর আওতায় অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নেত্রকোনার উপপরিচালক কৃষিবিদ বিলাস চন্দ্র পাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারহাট্টা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শাহজাহান সিরাজ এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস, ময়মনসিংহ আঞ্চলিক অফিসের সহকারী তথ্য অফিসার (অ.দা) কাজী গোলাম মাহবুব।

প্রধান অতিথি স্বল্প দশাল গ্রামের কৃষকদের আইপিএম পদ্ধতি গ্রহণ করে কৃষি কার্যক্রমে আগ্রহ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এখন আধুনিক যুগ, আধুনিক কলাকৌশলকে রপ্ত করে ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমি থেকে সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিত করে এবং তা বিষমুক্ত নিরাপদ খাবার হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে দিতে হবে। তাই আমাদের বিষমুক্ত ফসল আবাদে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উপজেলা কৃষি অফিসার তার বক্তব্যে বলেন, আইপিএম পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করলে শুধু ফল-ফসল বিষমুক্ত থাকে তা-ই নয়, পরিবেশ, জলাশয়ের পানি, উপকারী পোকামাকড়, পাখি এসবই রক্ষা পায়, যা আমাদের ও সব প্রকার প্রাণীর জন্য নিরাপদ। কৃষি তথ্য সার্ভিসের সহকারী তথ্য অফিসার কাজী গোলাম মাহবুব কৃষি তথ্য সার্ভিসের সেবাসমূহ উপস্থিত কৃষকদের মাঝে তুলে ধরেন। স্বল্প দশাল আইপিএম কৃষক মাঠ স্কুলের সভাপতি জনাব মো. আব্দুর রাজ্জাক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন রঞ্জিত কুমার সরকার, সভাপতি, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট, বারহাট্টা শাখা; এফ এফ সঞ্জয় পণ্ডিত এবং আদর্শ কৃষক মো. কাচু মিয়া।

এর আগে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে ক্লাব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেগুন ফসলকে রোগ পোকামাকড় থেকে কীটনাশক ছাড়া আইপিএম পদ্ধতিতে রক্ষার জন্য যাবতীয় কৌশলের ওপর আয়োজিত এক প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, আইপিএম মাঠ স্কুলের সদস্যদের জন্য ১৪ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।–বিজ্ঞপ্তি

নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার স্বল্প দশাল গ্রামে স্থাপিত আইপিএম কৃষক মাঠ স্কুলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতি উপপরিচালক কৃষিবিদ বিলাস চন্দ্র পাল ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বগুড়ায় শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে ডিএইর মহাপরিচালক

-মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

গত ০২ মার্চ বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মসলা গবেষণা কেন্দ্রের পাশে নাবিধসা রোগ সহনশীল আলু ফসলের কর্তন উপলক্ষে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে সহযোগিতা করে মালিক সিড ও বলখী সিড লিমিটেড এবং শিবগঞ্জ কৃষক সমবায় সমিতি লিমিটেড।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। নমুনা শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহা. হযরত আলী এবং বগুড়া জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ চণ্ডি দাস কুণ্ডু। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব খুরশিদ আলম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, কৃষি পরিবর্তনশীল তাই নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কলাকৌশল আর ভালো বীজ ব্যবহার করলে যে কোনো ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। তিনি আগামী দিনের কৃষি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের বিভিন্ন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পদক্ষেপের কারণেই বাংলাদেশে আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে। আগামীতে এ দেশের মানুষ অবশ্যই পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন করবে। তিনি বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি কৃষি সম্প্রসারণ পক্ষ থেকে চাষিদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। ওই অনুষ্ঠানে ০৪টি নাবিধসা রোগ সহনশীল নতুন আলুর জাত প্রদর্শন করা হয়। বঙ্গবন্ধু কৃষি পদক প্রাপ্ত কৃষক জনাব আজমল হোসেনসহ জেলা উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রায় ২০০০ জন কৃষক-কৃষাণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহীতে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

-মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

০৮ মার্চ ২০১৬ চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-এর আয়োজনে এনসিডিপি হলরুমে রাজশাহী অঞ্চলের কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়ে দিনব্যাপী 'প্রকল্প কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক' আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ।

দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি ঢাকা এর অতিরিক্ত পরিচালক (সম্প্রসারণ এবং কোঅর্ডিনেশন) কৃষিবিদ মো. মনিরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাষি পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ জনাব ছারওয়ার জাহান এবং আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ সঞ্চয় কুমার কয়েলদার। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান ।

প্রধান অতিথি বলেন, সুস্থ-সবল রোগমুক্ত ও উচ্চফলনশীল বীজ না হলে কোনো ফসলের উৎপাদন আশানুরূপ হবে না। কাজেই বীজ হতে হবে মানসম্মত। নিজের বীজ নিজে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও অন্যান্য কৃষকদের মাঝে বিতরণে সচেষ্ট হতে হবে। তিনি বীজ শিল্প উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন। তিনি আরও বলেন, ভালো বীজ হলেই আমরা অর্জিত খাদ্য নিরাপত্তা ধরে রাখতে পারব।

রাজশাহীর এনসিডিপি হলরুমে 'প্রকল্প কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা' বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন অতিরিক্ত পরিচালক (সম্প্রসারণ ও কোঅর্ডিনেশন) কৃষিবিদ মো. মনিরুল ইসলাম

রাজশাহীতে খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের কর্মশালা এবং মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

-মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

গত ০৩ মার্চ ২০১৬ রাজশাহীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের কর্মশালা এবং মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী মহানগরের পার্টিপয়েন্ট হলরুমে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ চৈতন্য কুমার দাস। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসির যুগ্ম পরিচালক (সার) কৃষিবিদ মো. আরিফ হোসেন খান এবং খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মো. নাজিম উদ্দিন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহম্মদ ফজলুল রহমান অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান অতিথি মহোদয় বলেন, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। তিনি আগামী দিনের কৃষকদের চাহিদামাফিক যন্ত্র উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণের ওপর জোর প্রদান করেন। এ ছাড়াও তিনি কৃষি বিভাগ আগামী দিনে কিভাবে পরিচালিত হবে এবং কৃষিতে চলমান সমস্যাসমূহ কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বর্তমান সরকারের কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ৩০% ভর্তুকির প্রশংসা করেন এবং এটি সম্প্রসারণের ওপর জোর প্রদান করেন। তিনি বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য উপস্থিত কর্মকর্তা এবং কৃষকের প্রতি আহ্বান জানান। কর্মশালায় জেলা উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কৃষকসহ প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এরপর পরিচালক মহোদয় পবা উপজেলার আলিমগঞ্জ ব্লকে ওই প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত মাঠ দিবসে উপস্থিত থেকে এর শুভ উদ্বোধন করেন। সেখানেও জেলা উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কৃষকসহ প্রায় ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন

খামার যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন পরিচালক, সরেজমিন উইং কৃষিবিদ চৈতন্য কুমার দাস

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় 'ভেজাল সার শনাক্তকরণ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

-নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

'ভেজাল সার শনাক্তকরণ' শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলা কৃষি অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। এসআরডিআই আয়োজিত এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আবুল হোসেন তালুকদার। তিনি বলেন, সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে আমাদের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি দরকার ফসলের ক্ষেত্রেও। তাই কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে জমিতে সার দেয়া বাঞ্ছনীয়। তবে তা হতে হবে অবশ্যই ভেজালমুক্ত এবং মানসম্পন্ন। তিনি আরও বলেন, ভেজাল সার চেনা বৈশিষ্ট্যগুলো চাষিদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে কৃষক কখনও প্রতারিত হবে না। এ বিষয়ে সহযোগিতার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

উপজেলা কৃষি অফিসার মো. শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপপরিচালক তুষার কান্তি সমদ্দার, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের (পিসিইউ অঙ্গ) সিনিয়র মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার এবিএম বদরুজ্জামান, আঞ্চলিক মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তপন কুমার সাহা, একেএম আমিনুল ইসলাম আকন, কাজী আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে ভেজাল সার চেনার সহজ উপায় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে শেখানো হয়। এতে এসএএও, এনজিও প্রতিনিধি এবং সার ডিলারসহ ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন ।

ভোলার চরলতিফে ইঁদুর নিধনের ওপর শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

- মো. শাহাদত হোসেন, কৃতসা, বরিশাল

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ চরলতিফ। এ চরে শুধু আমন ধান চাষ করা হতো। কিন্তু চলতি রবি মৌসুমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) পরামর্শে USAID এর অর্থায়নে সিসা-সিমিট এবং গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে এ চরের প্রায় ৪৫ হেক্টর জমিতে গম, ভুট্টা, তরমুজ, সরিষা সফলভাবে আবাদ করা হয়। এতে অন্যান্য চরের চাষিরাও উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু সর্বনাশা ইঁদুর কৃষকের সেই আশার আলোতে বাধ সাধে। দক্ষিণের চরে একাধিক ফসল আবাদের সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণে গত ৯ ফেব্রুয়ারি চরলতিফে আসেন ডিএইর ডিজি জনাব মো. হামিদুর রহমান এবং বিনার ডিজি জনাব ড. শমসের আলীসহ অন্যরা। তাঁরা কৃষকের সাথে মতবিনিময়কালে ইঁদুরের ব্যাপক উপদ্রব সম্পর্কে অবগত হন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৭ ফেব্রুয়ারি চরলতিফে ফসলের মাঠে ইঁদুর নিধনের ওপর শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের আয়োজন করা হয়।

(৭ম পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

বালাইনাশক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়ে তৈরি হয়েছে অ্যাপস

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সঠিক মাত্রায় ব্যবহার এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

এ সমস্যাকে বিবেচনায় নিয়ে শ্রীমঙ্গলের উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ সুকল্প দাস তৈরি করেছেন 'পেস্টিসাইড প্রেসক্রাইবার' বা 'বালাইনাশক নির্দেশিকা' নামক ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপস। ডিজিটাল কৃষি তথা ই-কৃষির অগ্রযাত্রায় এটি একটি নতুন সংযোজন। পেস্টিসাইড সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআইকর্মসূচির অর্থ সহায়তায় এটি নির্মিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং কর্তৃক প্রকাশিত ও Pesticide Technical Advisory Committee (PTAC) অনুমোদিত বালাইনাশক সংক্রান্ত বইয়ের তথ্যাবলিকে ভিত্তি করে অ্যাপসটি তৈরি করা হয়েছে। এখানে রোগ বা পোকার নামের ওপর ভিত্তি করে যেমন বালাইনাশক নির্বাচনের সুযোগ আছে তেমনিভাবে বালাইনাশকের গ্রুপ বা বা বালাইনাশকের কোম্পানির ভিত্তিতেও বালাইনাশক নির্ধারণ করা যায়। শুধু বালাইনাশকের নাম গ্রুপ জানা-ই নয়, একই সাথে প্রয়োগ মাত্রা এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বারও এ অ্যাপসটির মাধ্যমে জানা যাবে। অর্থাৎ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী কৃষকের মাঠে দাঁড়িয়েই তাৎক্ষণিকভাবে কৃষককে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবে। যেহেতু বালাইনাশকটির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সাথে সাথে জানা যাবে, এতে বালাইনাশকটি আসল না নকল তাও শনাক্ত করা যাবে।

অ্যাপসটি নিয়মিত আপডেট করা হবে। সবাই অ্যাপসটি ব্যবহার করে উপকৃত হবেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নিরাপদ পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'পেস্টিসাইড প্রেসক্রাইবার' অ্যাপস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। আপাতত http://pest2.bengalsols.com লিংকে এ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে। শিগগিরই নতুন ওয়েব ঠিকানায় এবং গুগল প্লে স্টোরে অ্যাপসটি আপলোড করা হবে।

পুষ্টি কর্নার
তরমুজ

তরমুজ একটি সুস্বাদু ফল। এর রয়েছে অনেক পুষ্টি ও ঔষধিগুণ। প্রাকৃতিকভাবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ তরমুজ ভিটামিন এ, বি ও সি-এর একটি ভালো উৎস। এটি রাতকানা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অন্ত্রীয় ক্ষত, রক্তচাপ, কিডনিসহ নানা ধরনের অসুখ প্রতিরোধ করে। গরমের দিনে ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে অনেক পানি ও লবণ বের হয়ে যায়। তরমুজে প্রায় ৯৬ ভাগই পানি ও প্রচুর খনিজ লবণ থাকায় দেহের লবণ ও পানির ঘাটতি পূরণে তরমুজের কোনো তুলনা নেই। প্রতি ১০০ গ্রাম তরমুজে জলীয় অংশ ৯৫.৮ গ্রাম, খনিজ ০.৩ গ্রাম, আঁশ ০.২ গ্রাম, আমিষ ০.২ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ৩.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১১ মিলিগ্রাম, লৌহ ৭.৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ১ মিলিগ্রাম ও খাদ্যশক্তি আছে ১৬ কিলোক্যালরি।

বাংলাদেশে চাষ উপযোগী তরমুজের উন্নত জাতগুলো হলো পতেঙ্গা জায়েন্ট, টপ ইল্ড, গ্লোরি, ওয়ার্ল্ড কুইন, বিগটপ, চ্যাম্পিয়ন, অ্যাম্পায়ার, সুইট বেবি, ভিক্টর সুপার হাইব্রিড ওশেন হাইব্রিড ইত্যাদি। আমাদের দেশে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত আবহাওয়া তরমুজ চাষের উপযোগী। বীজ বোনার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষ সর্বোত্তম। আগাম ফসল পেতে হলে জানুয়ারি মাসে বীজ বুনে শীতের হাত থেকে কচি চারা রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। জাত ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে বীজ বোনার পর থেকে ৮০-১১০ দিন সময়ে তরমুজ পাকতে শুরু করে। সযত্নে চাষ করলে ভালো জাতের তরমুজ থেকে প্রতি হেক্টরে ৫০-৬০ মেট্রিক টন ফলন পাওয়া যায়।

ভোলার চরলতিফে ইঁদুর নিধনের

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

এতে ডিএই এবং এআইএস এর একটি বিশেষজ্ঞ দল উপস্থিত থেকে কৃষকদের কিভাবে সমন্বিত পদ্ধতিতে ইঁদুর নিধন করতে হয় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন। এ ছাড়া এআইএস এর উদ্যোগে ইঁদুর নিধন ও চরে বিভিন্ন ফসল আবাদের ওপর চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভোলার উপপরিচালক প্রশান্ত কুমার সাহা, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের অতিরিক্ত উপপরিচালক মো. আরমান হায়দার, উপজেলা কৃষি অফিসার মোসাম্মৎ মরিয়ম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বেতার কৃষি অফিসার মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, সিমিট-বাংলাদেশ-এর হাব কোঅর্ডিনেটর হীরা লাল নাগ প্রমুখ। মতবিনিময় শেষে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে রোডেনটিসাইড, ইঁদুর মারার ফাঁদ এবং ফিতাপাইপ বিতরণ করা হয়।

খুলনার ফুলতলায় এটুআই প্রকল্পের কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

-মো. আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের আওতায় খুলনার দৌলতপুরের মেট্রোপলিটন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ১ মার্চ ফুলতলা উপজেলার মশিয়ালী গ্রামের ফরিদা বেগমের বাড়িতে প্রযুক্তি সম্প্রসারণে চাহিদাভিত্তিক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। দৌলতপুর মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসের সহযোগিতায় খুলনা জেলার ফুলতলা ও ডুমুরিয়া উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারিত হচ্ছে। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জাকিয়া সুলতানা জানান, গত ২০১৪ সালের নভেম্বরে এটুআই প্রকল্পের আওতায় খুলনার দৌলতপুরের তেলিগাতি গ্রামে এ কর্মসূচির সফলতার পর স্থানীয় দৌলতপুর, রায়েরমহল, খালিশপুরসহ ফুলতলার মশিয়ালী ও ডুমুরিয়ার বিল পাবলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি জানান, মহিলাদের অবসর সময়ে প্রশিক্ষিত করে বসতবাড়ির আঙিনায় ফল-মূল, শাকসবজি চাষের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টির সমাধান ও উদ্বৃত্ত ফল ও সবজি বিক্রি করে নিজেদের স্বাবলম্বী ও পারিবারিক সচ্ছলতার জোগান দিতে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত মহেশ্বরপাশা ব্লকে ৪৬০ জন কৃষক-কৃষাণীকে এসব বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের বক্তব্যে ফুলতলা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোসা. রিনা খাতুন বলেন, বসতবাড়ির প্রতিটি জায়গায় পরিকল্পনা করে ফল ও সবজি চাষের মাধ্যমে একটি আর্দশ বসতবাড়িতে পরিণত করতে হবে। প্রশিক্ষণে এ কর্মসূচির সুফল, উপকারিতা এবং কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও সফলতার বিস্তারিত বর্ণনা করেন মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস দৌলতপুরের উপসহকারী কৃষি অফিসার অঞ্জন কুমার বিশ্বাস। অন্যদের মধ্যে ফুলতলা উপজেলার উপসহকারী কৃষি অফিসার সালমা সুলতানা, সাইফুল ইসলাম ও কৃষি তথ্য সার্ভিস খুলনার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার মশিয়ালী গ্রামে অনুষ্ঠিত কৃষক প্রশিক্ষণে স্থানীয় কৃষক-কৃষাণিরা অংশগ্রহণ করেন

'আমরা খুবই আত্মবিশ্বাসী যে, এখন কেউ না খেয়ে মরবে না'

-মহাপরিচালক, ডিএই

-কাজী গোলাম মাহবুব, কৃতসা, ময়মনসিংহ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কৃষি সেক্টরের ধারাবাহিক অগ্রগতির বিষয় উল্লেখ করে বলেন, দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা খুবই আত্মবিশ্বাসী যে, এখন কেউ না খেয়ে মরবে না। বর্তমান সরকার নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে, তা মাঠে প্রয়োগে এবং কৃষকের চাহিদামতো উপকরণের জোগান দিতে সর্বদা তৎপর। তিনি বলেন, কৃষি উন্নয়নের সব রকম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা আধুনিক যুগের সম্প্রসারণ কর্মী, ট্রেডিশনাল নয়। বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হবে। না হলে মাটিই আমাদের বঞ্চিত করবে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অডিটরিয়ামে ৪ মার্চ ২০১৬ এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড আয়োজিত Yield Booster 'Flora' শীর্ষক টেকনিক্যাল সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দানকালে তিনি এসব কথা বলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ অমিতাভ দাস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ চৈতন্য কুমার দাস, পরিচালক, সরেজমিন বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এবং কৃষিবিদ মো. আহসান উল্লা, অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শেরপুর। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ড. লোগানাথান, জেনারেল ম্যানেজার, ডেভি ক্রপ সায়েন্স প্রা. লি. ইন্ডিয়া।

Yield Booster Flora' শীর্ষক টেকনিক্যাল সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান

বালাইনাশক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়ে তৈরি হয়েছে অ্যাপস 'পেস্টিসাইড প্রেসক্রাইবার' বা 'বালাইনাশক নির্দেশিকা'

– মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কৃতসা, ঢাকা

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের কার্যকর পদক্ষেপে আজ আমরা দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। খাদ্য উৎপাদনের এ ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে কৃষিতে ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক সব প্রযুক্তি ও উপকরণ। রাসায়নিক বালাইনাশক তার মধ্যে অন্যতম।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানাবিধ কারণে ফসলের মাঠে নিত্যনতুন বালাইয়ের আক্রমণ এখন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিবিধ বালাইয়ের আক্রমণ বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে বালাইনাশকের ব্যবহার, দেশে কৃষিক্ষেত্রে বর্তমানে প্রায় ২৫০ গ্রুপের প্রায় ৩৫০০ বালাইনাশক বাজারজাত করছে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি কোম্পানি। কৃষক ভাইয়েরাও অনেক সময় যত্রতত্র বালাইনাশক ব্যবহার করছেন। এর ফলে বাড়ছে উৎপাদন খরচ, ক্ষতি হচ্ছে ফসলের, দূষিত হচ্ছে পরিবেশ এবং নষ্ট হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। বিপুলসংখ্যক বালাইনাশকের ভিড়ে মাঠপর্যায়ে কর্মরত সম্প্রসারণকর্মীরাও অনেক সময় সঠিক বালাইনাশক ব্যবহারের পরামর্শ দিতে বিভ্রান্তিতে পড়েন। তাই কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন ও

(৭ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

কৃষিতে সাত বছরের সাফল্য

(২০০৯ থেকে ২০১৫)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

চালের গুণমান অটুট রেখে অধিক হারে ধান উৎপাদনের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে ধানের জাতসহ টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সূচনা লগ্ন থেকে সৌরভে-গৌরবে অতিবাহিত এ সময়ে এ প্রতিষ্ঠান ৭৭টি উচ্চফলনশীল ধানের জাতসহ এমন কিছু সফলতা অর্জন করেছে, যা অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের আশান্বিত করে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের বিশেষ প্রণোদনা ও যথাযথ তদারকির ফলে প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিকতর গতিশীলতা নিশ্চিত হয়েছে। সে নিরীখে এখানে আমরা সাম্প্রতিক সফলতার বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে গত সাত বছরে ব্রির অগ্রগতি ও অর্জন সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

- ২০০৯ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৭ বছরে দুটি হাইব্রিডসহ খরা, বন্যা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু সর্বমোট ২৬টি ধানের জাত উদ্ভাবন;
- ব্রি উদ্ভাবিত আধুনিক ধানের জাত ও চাষাবাদ পদ্ধতি কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশে চালের উৎপাদন ৩৪.৭০ মিলিয়ন টনে উন্নীতকরণে অবদান;
- বিশ্বের সর্বপ্রথম জিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত, এন্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ধান, ডায়বেটিক ধানের জাত উদ্ভাবন এবং প্রো-ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইসের জাত উন্নয়ন;
- ০৬টি বিভিন্ন ধরনের খামার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং ৬০ ভাগ ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষক পর্যায়ে বিতরণ;
- প্রতি বছর প্রায় ১০০ টনের অধিক ব্রিডার বীজ উৎপাদন এবং বিভিন্ন সরকারি-বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহে অবদান;
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরি ও ট্রান্সজেনিক গ্রিনহাউজ স্থাপন এবং ট্রান্সজেনিক ধান উদ্ভাবনের জন্য জিন স্থানান্তরের উপযোগী প্রোটোকল তৈরি করা;
- আধুনিক ধান চাষের জন্য মাটি, পানি ও সার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ৫০টির বেশি উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন;
- ব্রি উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে ৫০টি জাতের ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ও মলিকুলার লেভেলে ৭৫টি স্থানীয় জার্মপ্লাজম এবং ১২৭টি আউশের জাতের ডাইভারসিটি এনালাইসিস সম্পন্ন করা;
- SSR Marker এর মাধ্যমে ৫০০ ধানের জার্মপ্লাজমের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা;
- ব্রি রাইস নলেজ ব্যাংকের তথ্যাদি হালনাগাদকরণ ও মোবাইল অ্যাপস্ তৈরির মাধ্যমে আধুনিক ধান চাষ সম্পর্কিত প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো;
- ৪৬ হাজার ৭ জন কৃষক, বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে আধুনিক ধানের জাত ও চাষাবাদ কলাকৌশল বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আধুনিক ধানের জাত ও চাষাবাদ কলাকৌশল বিষয়ে ২৭৩টির অধিক বইপত্র প্রকাশ এবং ১ লাখ ১৬ হাজার ৩৫৯টি প্রকাশনা বিতরণ;
- ২০০৯ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৭ বছরে বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে ২৬৫ জন জনবল নিয়োগ;
- ব্রি সদর দপ্তর ও ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি উন্নয়ন;
- ২০০৯ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৭ বছরে বিজ্ঞান ও কৃষি উন্নয়নে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, কেআইবি কৃষি পদক, জাতীয় পরিবেশ পদক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পদক, মেট্রোপলিটন চেম্বার অ্যান্ড কমার্স (এমসিসি) পদক, ভাওয়াল স্বর্ণ পদকসহ ৬টি পুরস্কার অর্জন। -বিজ্ঞপ্তি

সম্পাদক: কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, সমন্বয়ক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, লোগো ও ডিজাইন: রত্নেশ্বর সূত্রধর
কম্পিউটার কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত